দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবির সাবেক ভিসির নেতৃত্বে চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা কর্মচারীরা সংগঠিত হচ্ছেন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর চাকরিচ্যুত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও সচিব থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তারা একটি সংগঠনের ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। সংগঠনটির নাম দেয়া হয়েছে 'এ্যাসোসিয়েশন অব দ্য ভিকটিমস অব পলিটিক্যাল পার্সিকিউশন'। এই সংগঠনে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, উপসচিব, অতিরিক্ত সচিব, সেকশন অফিসারসহ সরকারী-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে কর্মচারীরা পর্যন্ত সবাই সদস্যপদ গ্রহণের সুযোগ পাবেন। আপাতত অস্থায়ী কার্যালয় হিসাবে চার নম্বর ধানমণ্ডিস্থ সিআরআই'র অফিস ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংগঠনটি গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অপসারিত উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী।

'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' শীর্ষক কনভেনশন সাফল্যের পর আওয়ামী লীগ আরও পদ্ধতিগতভাবে এগিয়ে চলার নীতি গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার সকল সরকারী-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকরিচ্যুত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য- দলের নীতিনির্ধারক মহলকে বলেন। পাশাপাশি চাকরি হারিয়ে যে সব কর্মকর্তা-কর্মচারী সংসার, পরিবার-পরিজন নিয়ে সঙ্কটে পড়েছেন তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলেন। এ সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে যাঁদের সঙ্কট প্রকট তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, চাকরি হারানোর ফলে কারও ছেলেমেয়ের পড়াশোনা যেন বন্ধ না হয়ে যায়, সেটি খেয়াল রাখবেন। শেখ হাসিনার পরামর্শের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অমানবিকভাবে বিদায়ী উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী তাঁর কয়েকজন সহকর্মীসহ বিভিন্ন সেক্টরে চাকরিচ্যুতদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন। প্রথম বৈঠকে সংগঠনের নাম নির্ধারণ করেন। তিনি জনকণ্ঠের সঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতকারে সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মকাণ্ড এবং ভবিষ্যত গন্তব্যের কথা তুলে ধরেন। সংগঠনের পরিধির ব্যাপকতা নিয়েও তিনি কথা বলেন। অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী বলেন– সরকারী চাকরিচ্যুত উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, সচিব থেকে সেকশন অফিসার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, আইনবিদ আমরা যাঁরা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছি তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছি মূলত দেশের প্রয়োজন সামনে রেখে। যেভাবে জোট সরকার দেশ চালাচ্ছে এভাবে কোন দেশ চলতে পারে না। আজ মেধাবী ছাত্রদের মাধ্যমে যেখানে মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে সেখানে ভাইভা সিস্টেমে মার্কস বণ্টনের নামে পলিটিক্যাল ম্যানিপুলেশন হচ্ছে। আর এই ম্যানিপুলেশন গোটা মেডিক্যাল সেক্টরের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে।

চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিপদে একে অপরের পাশে দাঁড়ানো, সহমর্মিতা প্রকাশ এবং সরকারের প্রতিহিংসামূলক অপসারণের বিষয়টি জনগণকে জানানোই আমাদের লক্ষ্য। কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা থাকার পরে রাজনৈতিক কারণে যাঁদের ওএসডি করা হয়েছে তাঁদের সঙ্গেও একটা প্রচ্ছন্ন যোগাযোগ থাকতে পারে বলে জানা গেছে। দু'এক সপ্তাহের মধ্যে বড় ধরনে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে এই সংগঠনে আত্মপ্রকাশ ঘটবে বলে তিনি জানিয়েছেন অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী রাজনৈতি প্রতিহিংসার শিকার হয়ে যাঁরা চাকা হারিয়েছেন সবাইকে অস্থায়ী কার্যালে যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন।